আত্মগোপনে যেতে বাধ্য হন। তার অন্য একজন আইনজীবীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ব্র্যাড অ্যাডামস বলেন, 'ন্যায়বিচারের মৌলনীতি হলো রাষ্ট্রপক্ষ ও আসামিপক্ষকে সমান চোখে দেখা। কিন্তু আইসিটি (যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল) এই নীতি নিয়মিতভাবে অগ্রাহ্য করেছে, যাতে মনে হয়েছে তারা অভিযুক্তদের দণ্ড দিতেই উদগ্রিব।'

'সব মামলাতেই অভিযুক্তদের সাক্ষীদের একাংশেকে সাক্ষ্য দেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে, তাদের আইনজীবীদের নিয়মিত হয়রানি ও নিপীড়ন করা হয়েছে, আসামি পক্ষের সাক্ষীদের শারীরিক হুমকি দেয়া হয়েছে এবং সাক্ষীরা সাক্ষী দিতে দেশে আসার অনুমতি পাননি,' অভিযোগ করেন অ্যাডামস।

বিবৃতিতে আইসিটি আইনের সংশোধনের আহ্বান জানানো হয় এবং বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধাপরাধ বিষয়ক সাবেক রাষ্ট্রদূত স্টিফেন র‍্যাপ ন্যায়বিচারের জন্য আইন সংশোধনে বাংলাদেশ সরকারকে দীর্ঘদিন পরামর্শ দিয়ে আসলেও চলতি সপ্তাহে তিনি মুজাহিদ ও সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরীর রায়ে 'অবিচার' হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন।

মুজাহিদ ও সালাহ উদ্দিন কাদের চৌধুরীর পুনঃবিচার চেয়েছে মার্কিন সংস্থা সিজেএ

আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ও সালাহ উদ্দিন কাদের চৌধুরীর মৃত্যুদণ্ডাদেশ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে মামলার পুনঃবিচারের আহ্বান জানিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানবাধিকার সংগঠন সেন্টার ফর জাস্টিস এন্ড একাউন্টিবিলিটি (সিজেএ)। পাশাপাশি তারা মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচার কার্যক্রম ন্যায্য বিচারের মানদণ্ড অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ রিভিউ করার জন্য বাংলাদেশ সরকার ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানায়।

গত ১৩ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক সি. ডিক্সোন ওসবার্ণ যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের কাছে দেয়া চিঠিতে এ কথা জানিয়েছেন বলে সংস্থার ওয়েবসাইট সূত্রে জানা গেছে। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, মুজাহিদ ও চৌধুরীর বিচারে যথার্থ প্রক্রিয়া অনুসরণের অভাবের কারণেই সিজেএ গণসম্মুখে এই বিবৃতি দিয়ে উদ্বেগের কথা জানাচ্ছে।

চিঠিতে ডিক্সোন ওসবার্ণ বলেন, মুজাহিদ ও চৌধুরী মৃত্যুদণ্ডের মুখোমুখি। কিন্তু তারা যথাযথভাবে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পাননি। নৃশংসতার সাথে যারা জড়িত তাদের বিচার অবশ্যই হতে হবে, কিন্তু সেটা ন্যায্য ও পক্ষপাতহীন বিচারিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হতে হবে।

বাংলাদেশের চলমান মানবতা বিরোধী বিচারকে বিরোধী নেতা হত্যার কৌশল হিসেবেই দেখছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ও আইনী সংস্থাগুলো....প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের কড়া সমালোচনায় অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল

বাংলাদেশের চলমান মানবতা বিরোধী বিচারের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকার সংস্থাগুলোর অভিযোগ বহুদিনের। তারা সবসময়ই অভিযোগ করে আসছেন যে বিচারের মান ও স্বচ্ছতা নিয়ে। এই বিচারকে বিরোধী দল দমনের একটি হাতিয়ার হিসেবেই দেখছেন তারা।

এরই অংশ হিসেবে ন্যায্য বিচারের মানদণ্ড লংঘনে আন্তর্জাতিক আইন ও বিচার বিষয়ক সংস্থা নো পিস উইদাউট জাস্টিস এবং 'ননভায়োলেন্ট রেডিক্যাল পার্টি, ট্রান্সজেকশনাল এবং ট্রান্সপার্টি'-এনআরপিটিটি পুনরায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সেই সাথে শহীদ আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ও সালাহ উদ্দিন কাদের চৌধুরীর মৃত্যুদণ্ড স্থগিতে সোচ্চার হতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তারা। এই ব্যপারে উদ্যেগ নিতে একটি প্রতিনিধিদলকেও বাংলাদেশে পাঠানোর জন্য তারা ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের প্রতিও আহ্বান জানান।

বিবৃতিতে তারা বলেন, আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ এবং সালাহ উদ্দিন কাদের চৌধুরীর বিচারের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ দমনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার বিষয়টি সামনে আসছে। বিচারের এই প্রক্রিয়া জাতিকে ভবিষ্যতে দ্বিধাবিভক্ত করেছে। যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অশনিসঙ্কেত।